হাফেযে হাদীস ইমামে আযম

আবূ হানীফা রহ.

একশো ঘটনা, ফিকহ ও হাদীসশাস্ত্রে

তাঁর মান ও অবদান

অনুবাদ ও সংকলন

মাওলানা রুহুল আমীন

মুহাদ্দিস, আশরাফুল উলূম মাদরাসা

মঙ্গলবাড়ীয়া বাজার, কুষ্টিয়া।

সম্পাদনা

মাওলানা মাসউদুর রহমান

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী ™

হাফেযে হাদীস ইমামে আযম

আবূ হানীফা রহ.

একশো ঘটনা, ফিকহ ও হাদীসশাস্ত্রে তাঁর মান ও অবদান

অনুবাদ ও সংকলন — মাওলানা রুহুল আমীন

সম্পাদনা — মাওলানা মাসউদুর রহমান

পঞ্চম সংস্করণ — মে ২০১৭
চতুর্থ প্রকাশ — মার্চ ২০১৬
তৃতীয় সংস্করণ — আগস্ট ২০১৫
দ্বিতীয় প্রকাশ — ফেব্রুয়ারি ২০১৫
প্রথম প্রকাশ — নভেম্বর ২০১৪

গ্রন্থস্বত্ব — রাহনুমা প্রকাশনী

প্রচ্ছদ — মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম

প্রুফ সমন্বয় — উমেদ

মুদ্রণ — শাহরিয়ার প্রিন্টিং প্রেস
৪/১, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

একমাত্র পরিবেশক — **রাহনুমা প্রকাশনী**
ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

মূল্য : ২০০.০০ (দুইশো টাকা মাত্র)

IMAM ABU HANIFA rh.
Writer. Mawlana Ruhul Amin, Published by. Rahnuma Prokashoni.
Price. Tk. 200.00, US $ 08.00 only.

ISBN 978-984-90618-5-4
E-mail: rahnumaprokashoni@gmail.com
Web : www.rahnumabd.com

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতা,

যাদের নেক দুআর বরকতে আল্লাহ তাআলা আমাকে দীনী ইলম হাসিল করার তাওফীক দান করেছেন।

প্রাণপ্রিয় মুরশিদ ও ইছলাহী মুরুব্বি,

পিতৃতুল্য আসাতেযায়ে কেরাম,

যাদের দিক-নির্দেশনা ও তালীম-তারবিয়াতের বদৌলতে আল্লাহ আমাকে দীনের সঙ্গে জুড়ে রেখেছেন

তাঁদের সবাইকে বইটি প্রকাশের মুহূর্তে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

-লেখক

বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক যশস্বী মুহাদ্দিস

শায়খ আবদুল মতিন সাহেব দা. বা.

জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা-এর

দুআ ও অভিমত

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

আমার স্নেহের ছাত্র, বর্তমানে কুষ্টিয়ার প্রসিদ্ধ দীনী এদারা আশরাফুল উলূম মাদরাসার মুহাদ্দিস মাওলানা রুহুল আমীনের লেখা *হাফেযে হাদীস ইমামে আযম ইমাম আবূ হানীফা রহ., একশো ঘটনা, ফিকহ ও হাদীসশাস্ত্রে তাঁর মান ও অবদান* নামক বইটি আমি বিভিন্ন স্থান থেকে পড়েছি এবং কিছু কিছু পরামর্শও দিয়েছি। বইটি বেশ ভালো লেগেছে। প্রায় প্রতিটি বিষয় উদ্ধৃতিসহ এতে তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ ধরনের বইয়ের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এটি পাঠ করে ইমাম আযম আবূ হানীফা রহ. সম্পর্কে অনেকের ভুল ভাঙবে। আল্লাহ তাআলা লেখকের ইলমে বরকত দান করুন এবং সমাজের উপকারে আসে এমন গ্রন্থ সমাজকে আরও বেশি উপহার দেওয়ার তাওফীক দিন। আমীন ॥

(আবদুল মতিন)

২২শে রমযান ১৪৩৫ হিজরী

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যিনি তাঁর প্রিয় এক বান্দা ইমামে আযম আবূ হানীফা রহ.-এর জীবন-কর্ম ও অবদান সম্বলিত ছোট একটি গ্রন্থ বাংলাভাষী পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার তাওফীক দান করলেন। তাঁর দরবারে জানাই লক্ষ-কোটি শুকরিয়া।

অধমের বেশ কয়েক বছরের আকাঙ্ক্ষা এই যে, ইমাম আবূ হানীফা রহ. সম্পর্কে বাংলা ভাষায় কিছু লিখব। আকাঙ্ক্ষাটি বাস্তবায়নের সহজ পথ দেখালেন আল্লাহ। হঠাৎ ২০১৩ সালের ১৩ জানুয়ারি বিশ্ব ইজতেমার ময়দানে রাহনুমা প্রকাশনী কর্তৃপক্ষ আমাকে উর্দু ভাষার কয়েকটি পাণ্ডুলিপি দেখালেন।

আমি এক এক করে সেগুলো দেখতে লাগলাম এবং একসময় পেয়ে গেলাম امام ابو حنیفہ کے سو قصے (ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ১০০ ঘটনা) নামক একটি পাণ্ডুলিপি। পূর্বেই তাঁর সম্পর্কে কয়েকটি কিতাব আমার মুতালাআর সুযোগ হয়েছিল। সে কারণে এই পাণ্ডুলিপিটিই আমি অনুবাদের জন্য নিলাম। এবং আল্লাহর মেহেরবানিতে একসময় কাজটি শেষ হলো। তখন মনে হলো এর সঙ্গে আরও কিছু ঘটনা ও আলোচনা থাকা দরকার। কাজেই নতুন কিছু ঘটনা বৃদ্ধিসহ ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে আরোপিত কিছু সমালোচনার জবাবও এতে সংযোজন করি এবং কিতাবটি বিন্যাসের ক্ষেত্রেও করা হয় কিছু রদবদল।

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নাম জানেন না এমন মুসলমানের সংখ্যা বেশি নয়। তিনি ছিলেন হাদীসে হাফেয আর ফিকাহশাস্ত্রে ইমামে আযম। ইবাদত-বন্দেগী এবং খোদাভীরুতায়ও তিনি ছিলেন প্রবাদপুরুষ। তাঁর ইলমের গভীরতা, জ্ঞানের তীক্ষ্ণতা এবং গবেষণার সূক্ষ্মতা ছিল সর্বজনস্বীকৃত, অকপটে স্বীকার করতেন ভিন্ন মাযহাবের অনুসারীরা বরং তাঁর সমালোচকেরাও—আল্লাহপ্রদত্ত তাঁর বহু গুণ ও অবদানের কারণে। উলামায়ে কেরাম তাঁর শানে রচনা করেছেন বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ। কিন্তু ওইসবের চেয়েও ইমাম আযমের গুণাবলির সীমা-পরিসীমা আরও দূরে, বহু দূরে। কেননা ক্ষণজন্মা এই প্রবাদপ্রতিম একা তাঁর জীবনের স্বল্পসময়ে দীনে ইসলামের যে সুমহান খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তা কোনো বিশাল জামাতের পক্ষেও সহজসাধ্য বলে মনে হয় না।

ইনসাফ ও ইনসানিয়্যাতের দাবি হলো—কোনো ব্যক্তি কোনো ভালো কাজ করলে সেজন্য তাঁর প্রশংসা করা এবং তাঁকে অভিনন্দন জানানো। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণ যথাযথভাবেই এ দাবি পূরণ করেছেন। তারা বিভিন্নভাবে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন তাঁর জীবন-কর্ম।

কিন্তু জগতের একটি অদ্ভুত নিয়ম হলো, যাঁরই প্রশংসা করা হয়, যিনিই আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেন তাঁরই বিরোধিতায় একটি শ্রেণি আদাজল খেয়ে নামে। ইমামে আযম আবূ হানীফা রহ.-এর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

এই কারণে বইটির শেষে ইমামের ওপর আরোপিত কিছু সমালোচনার জবাব তুলে ধরা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর আকাশছোঁয়া ব্যক্তিত্ব এবং সমগ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি তাঁর বিশাল

'ইহসান' ও অথৈই সমুদ্রসমান 'অবদান'-এর তুলনায় এই কিতাবটি অতি সংক্ষিপ্ত। তারপরও আশা করি ইমামে আযমের ব্যাপারে আগ্রহী বাংলাভাষী পাঠকদের জ্ঞানপিপাসা মেটাতে সামান্য হলেও এ বইটি সহায়ক হবে, ইনশাআল্লাহ।

এতে বর্ণিত প্রতিটি ঘটনার নির্ভরযোগ্য উদ্ধৃতি উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও কোনো ভুল-ভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর হলে জানিয়ে কৃতার্থ করবেন এই প্রত্যাশা পাঠকের কাছে।

আল্লাহ তাআলা এই খেদমতকে এবং এর সঙ্গে জড়িত সকল শুভানুধ্যায়ীদের নেক আশা কবূল করুন এবং গ্রন্থটিকে নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন। আমীন ॥

বিনীত

তাং ১৫.১১. ১৪ ইং — রুহুল আমীন

সূচিপত্র

ইমাম আবূ হানীফা নুমান ইবনে সাবিত রহ.—০১১
ইলম হাসিল—২৭
স্বভাব-চরিত্র—২৯
ইবাদত-বন্দেগী—৩০
তাকওয়া ও পরহেযগারি—৩৩
ইশকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—৩৭
মায়ের খেদমত ও মুহাব্বত—৩৮
উলামায়ে কেরাম ও বড়দের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা—৩৯
দানশীলতা—৪২
ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর বিনয়—৪৭
ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর দুনিয়াবিমুখতা—৪৮
ধৈর্য ও সহনশীলতা—৪৯
কোমলতা—৫৪
বীরত্ব ও সাহসিকতা—৫৫
হাস্য-কৌতুক—৫৮
তর্ক ও মুনাযারা—৫৯
জবানের হেফাজত—৬৬
বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা—৬৭
উপস্থিত জবাব—৭৭
ফিকাহশাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা রহ.—৮০
কূফার সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ—১০০
হাদীসশাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা রহ.—১০৬

স্বপ্ন ও সুসংবাদ—১১৫
সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর দর্শন—১১৭
উস্তাদ ও শাগরেদগণ—১২৬
আবূ হানীফা রহ.-এর উপদেশ ও অসীয়ত—১২৭
উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে
ইমাম আবূ হানীফা রহ.—১৩১
ইন্তেকাল—১৩৭
ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত
অভিযোগসমূহের জবাব—১৪০
*কিতাবুল আসারে*র বৈশিষ্ট্যসমূহ—১৭৩
তথ্যসূত্র—১৮২

ইমাম আবূ হানীফা নুমান ইবনে সাবিত রহ.

নাম ও বংশ-পরিচয় :

ফিকাহশাস্ত্রের পথিকৃৎ, উম্মতের আলোর দিশারি, উজ্জ্বলতম এই নক্ষত্রের নাম নুমান ইবনে সাবিত। তিনি ইমাম আযম হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন। আবূ হানীফা ছিল তাঁর উপনাম।

বংশ-পরম্পরা :

ইমাম আযম আবূ হানীফা নুমান ইবনে সাবিত ইবনে নুমান ইবনে মারযুবান তাইমী কূফী রহ.।

তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে নুমান ইবনে মারযুবান ছিলেন কাবুলের (আফগানিস্তানের রাজধানী) অন্যতম বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ব্যক্তিত্ব। তিনি হযরত আলী রাযি.-এর খেলাফতকালে চলে আসেন কূফায় এবং সেখানেই বসবাস শুরু করেন স্থায়ীভাবে। হযরত আলী রাযি.-এর সঙ্গে এই বংশের ছিল গভীর সম্পর্ক।

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নাতি ইসমাঈল রহ. বলেন, 'আমার নাম ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ ইবনে নুমান ইবনে সাবিত ইবনে নুমান ইবনে মারযুবান। আমরা পারস্যবংশীয়। আমাদের খানদানের কেউ কখনো ক্রীতদাস ছিল না। আমার দাদা আবূ হানীফা রহ. ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।[১] আমার পরদাদা সাবিত বাল্যকালে হযরত আলী

---

১. প্রথম শতাব্দীতে জন্ম নেওয়া মনীষীদের জন্মতারিখ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। কেননা, তখন পর্যন্ত 'রিজালশাস্ত্রের' আবিষ্কার হয়নি। আর এ কারণেই অনেক সাহাবীর ইন্তেকালের সন-তারিখের ব্যাপারে মতভেদ দেখা যায়। ইমাম আবূ হানীফা রাহ.-এর জন্মতারিখের ব্যাপারেও কিছুটা মতভেদ লক্ষ করা যায়।

রাযি.-এর খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি তাঁর এবং তাঁর সন্তানদের জন্য বরকত ও কল্যাণের দুআ করেন। আমি মনে করি আল্লাহ তাআলা হযরত আলী রাযি.-এর এই দুআ কবূল করেছেন। নুমান ইবনে মারযুবান নববর্ষের আনন্দ উৎসবে হযরত আলী রাযি.-কে ফালুদা (একপ্রকার পানীয়, যা দই, বরফ, জেলি ও চিনির সংমিশ্রণে তৈরি হয়) পেশ করলে তিনি বললেন, প্রতিদিনই আমাদের নববর্ষ।' -*আখবারু আবী হানীফা ওয়া সাহেবাইহি*, পৃ. ৩

কূফার এক সম্ভ্রান্ত গোত্রের নাম ছিল বনী তাইমিল্লাহ ইবনে সা'লাবা। এই গোত্রটির নিকট ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর পূর্বপুরুষদের কেউ মুসলমান হওয়ার সুবাদে তাঁর খানদান নিজেদের তাইমী বলে আখ্যায়িত করে। মর্যাদা ও নেতৃত্বগুণের কারণে সে গোত্রের মানুষ ছিল আঁধারের প্রদীপতুল্য। -*জামহারাতু আনসাবিল আরব*, পৃ. ৩৯৯

ইমাম আবূ হানীফা রহ. খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের খেলাফতকালে ৮০ হিজরীতে কূফার পূর্বাঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তখন কূফা শহরের আবাদির বয়স হয়েছিল প্রায় ৬৭ বছর। সেখানে ছিলেন অনেক সাহাবায়ে কেরাম রাযি. ও তাবেঈনে এজাম, যাঁদের আনাগোনায় কূফার অলিগলি পরিণত হয়েছিল দারুল ইলমে (ইলমের নগরীতে)। সর্বত্র দীনী ও ইলমী মজলিস প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এ পরিবেশের মধ্য দিয়েই বড় হয়ে ওঠেন ইমামে আযম আবূ হানীফা রহ.। বংশগতভাবেই তাঁর ছিল রেশম ও রেশমি কাপড়ের ব্যবসা। কূফার জামে মসজিদের সন্নিকটে হযরত আমর ইবনে হুরাইস রাযি.-এর বরকতময় জমিনেই ছিল তাঁর দোকান।

আল্লামা আবুল কাসেম সিমনানী *রওযাতুল কুযাত* নামক গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা রাহ.-এর জন্মতারিখ সম্পর্কে ২টি মত উল্লেখ করেছেন—৭০ হিজরী ও ৮০ হিজরী।

হাফিয আবদুল কাদের কুরাশী *জাওয়াহিরিল মুদিয়্যা* কিতাবে এ ব্যাপারে ৩টি মত উল্লেখ করেছেন—৬১, ৬৩ ও ৮০ হিজরী।

আল্লামা হাফিয বদরুদ্দীন আইনী রাহ. তাঁর *তারীখে কাবীর* নামক কিতাবেও ৩টি মত উল্লেখ করেছেন—৬১, ৭০ ও ৮০ হিজরী। –অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

তবে আল্লামা ইবনে আবদিল বার এবং আল্লামা যাহাবীসহ অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে ইমাম আবূ হানীফা রাহ.-এর জন্ম ৮০ হিজরীতে।

আল্লামা যাহেদ কাওসারী রাহ. একাধিক দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে ৭০ হিজরীর মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। -*তা'নীবুল খতীব*, ৪২-৪৪

শৈশবে হজের সফরে মক্কাতে সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারিস ইবনে জায'আ রাযি.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তাঁর নিকট থেকে তিনি একটি হাদীস বর্ণনা করেন।

মুসনাদে ইমাম আযম কিতাবে উল্লেখ রয়েছে, ইমাম আযম আবূ হানীফা রহ. বলেন, ৮০ হিজরীতে আমার জন্ম হয় এবং ৯৬ হিজরীতে আমি আমার পিতার সঙ্গে হজে যাই। তখন আমার বয়স ১৬ বছর। মসজিদে হারামে প্রবেশ করতেই একটি ইলমী মজলিস দেখে আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কার মজলিস? তিনি বললেন, এটা আল্লাহর নবীর সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারিস ইবনে জায'আ রাযি.-এর মজলিস। এটা শুনে আমি সামনের দিকে অগ্রসর হই। মজলিসের নিকট পৌঁছতেই তাঁকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনলাম, তিনি বলছেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি দীনী জ্ঞান অর্জন করবে, আল্লাহ তাআলা তার সকল প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। এবং তার জন্য অকল্পনীয় উপায়ে (উত্তম) রিযিকের ব্যবস্থা করবেন।' -*মুসনাদে ইমাম আযম*, পৃ. ২৫

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম তাঁর *ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন* গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি., হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর শাগরিদদের মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাতের মাঝে ইলমী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে। মদীনাতে যায়েদ ইবনে সাবিত রাযি. এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.-এর শাগরিদদের মাধ্যমে এবং ইরাকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর শাগরিদদের মাধ্যমে, মক্কাতে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর শাগরিদদের মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞান তথা কুরআন, হাদীস ও ফিকহের প্রচার-প্রসার ঘটে। -*ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন*, ১/১৬

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর শাগরিদদের মধ্যে কূফায় বসবাসকারী আলকামা ইবনে কায়েস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশাতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. ছাড়াও হযরত উমর রাযি., হযরত উসমান রাযি., হযরত

আলী রাযি., হযরত সাদ রাযি., হযরত আবূদ-দারদা রাযি., হযরত আবূ মূসা আশআরী রাযি., হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযি., হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. ও অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম রাযি. থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. আলকামা ইবনে কায়েসের নিকট ফতোয়া জিজ্ঞাসা করতেন।

আলকামা ইবনে কায়েস রাযি. থেকে তাঁর ভাগ্নে ইবরাহীম ইবনে ইয়াযিদ নাখঈ রহ. ইলমে ফিকহ শিক্ষা করেন। তিনি আলকামা ছাড়া অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় তাবেঈর থেকেও ইলমের ফয়েয ও বরকত লাভ করেন। এই আলকামা ও তাঁর ভাগ্নে ইবরাহীম নাখঈ রহ.-এর সম্পর্কে আবূ মুসান্না রবাহ মন্তব্য করেন যে, তুমি যখন আলকামাকে দেখতে পেয়েছ, তাহলে তোমার মনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-কে না দেখার দুঃখ থাকা উচিত নয়। কেননা, আলকামা ছিলেন ইবনে মাসউদের সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। একইভাবে যখন তুমি ইবরাহীমকে দেখতে পেয়েছ, তখন আলকামার সাক্ষাৎ না পাওয়ার জন্য তোমার কোনো আফসোস থাকা উচিত নয়। -*তাহযীবুত তাহযীব*, ৭/২৮৭

হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান (মৃত. ১২০ হি.) ইবরাহীম নাখঈ রহ. থেকে ইলমে ফিকহ অর্জন করেন। এ ছাড়া সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, ইকরিমা, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী, আমের শা'বী ও অন্যান্য মহান ব্যক্তির থেকেও ইলমের ফয়েয ও বরকত লাভ করেন। আর হাম্মাদ রহ. থেকেই ইমাম আযম আবূ হানীফা ফিকহ ও ফতোয়ার জ্ঞান অর্জন করে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ও প্রচলন ঘটান এবং তাঁর থেকে অসংখ্য শাগরিদ ইলমে ফিকহ ও ফতোয়ার উত্তরাধিকার লাভ করেন। যাঁদের শীর্ষে ছিলেন কাজী আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ ইবনে হাসান, যুফার ইবনে হুযাইল। হাম্মাদ ইবনে আবূ হানীফা, কাজী আফিয়া ইবনে ইয়াযিদ আওদী, নূহ ইবনে দাররাজসহ আরও অনেকেই।

হযরত ইবরাহীম নাখঈ রহ.-এর ইন্তেকালের পর তাঁর শাগরিদ হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমানই ছিলেন ফিকাহ ও ফতোয়ার জগতে সর্বজনস্বীকৃত ব্যক্তিত্ব। যখন হাম্মাদেরও ইন্তেকাল হয়, তখন

ইলমপিপাসুরা তাঁর স্থলাভিষিক্তের অনুসন্ধানে বের হলেন। একপর্যায়ে তাদের নির্বাচনী দৃষ্টি পড়ল তাঁরই পুত্র ইসমাঈলের ওপর। সুতরাং আবূ বকর নাহশালী, আবূ বুরদা আতাবী, মুহাম্মাদ ইবনে জাবের, আবূ হুসাইন হাবীব ইবনে সাবিত ও তাঁদের শাগরিদদের একটি দল ইসমাঈলকে তাঁর পিতা হাম্মাদের স্থলাভিষিক্ত বানালেন। কিন্তু কিছুদিন পর জানা গেল ইসমাঈল আরবী ভাষার ব্যাকরণ, সাহিত্য ও আরবদের জাহেলী যুগের যুদ্ধ-বিগ্রহের কবিতা সম্পর্কে অবগত থাকলেও ফিকাহশাস্ত্রে তাঁর প্রয়োজনীয় দক্ষতা ছিল না।

এ জন্য সকলেই আবূ বকর নাহশালীকে হাম্মাদের স্থলাভিষিক্ত করতে চাইলে তিনি অস্বীকৃতি জানান। এরপর একই প্রস্তাব আবূ বুরদা আতাবীকে দেওয়া হলে তিনিও অস্বীকার করেন। অবশেষে সকলেই একমত হয়ে আবূ হানীফাকে হাম্মাদের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে নির্বাচন করলেন এই বলে যে, 'এই রেশমি কাপড় বিক্রেতা যদিও বয়সে ছোট কিন্তু ফিকাহশাস্ত্রে রয়েছে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য।'

ইমাম আবূ হানীফা রহ. নিজ সাথীদের অনুরোধে উস্তাদের মসনদে বসার প্রস্তাব মঞ্জুর করলেন। দরস শুরু হলে এতে অংশগ্রহণ করলেন হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমানের প্রথম সারির শাগরিদগণ।

কূফা শহরে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে আবূ ইউসুফ, আসাদ ইবনে আমর, কাসিম ইবনে মাআন, যুফার ইবনে হুযাইল, ওয়ালিদ ইবনে আবান, আবূ বকর হুযালী এবং অন্যান্য ইলমপিপাসু তাঁর দরসে শরীক হতে লাগলেন। শহরের অভিজাত শ্রেণির মানুষ—এমনকি আমীর-উমারা পর্যন্ত উপস্থিত হতে লাগলেন ইমাম আবূ হানীফার দরসে। ফলে বিপুলসংখ্যক মানুষের উপস্থিতি ঘটতে থাকল কূফার জামে মসজিদে।

সঙ্গীদের প্রস্তাবে ইমাম আবূ হানীফা রহ. উস্তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে শুরুতে দরসদানের ক্ষেত্রে চরম দ্বিধাদ্বন্দ্বের মাঝে ছিলেন। এই মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্বের সময়ে তিনি একটি স্বপ্ন দেখলেন যা বাহ্যিকভাবে তাঁর অস্থিরতাকে আরও বাড়িয়ে দিল। ইমাম আবূ হানীফা রহ. নিজেই বলেন, 'একদিন আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কবর খনন করছি। যার কারণে আমার মাঝে ভীষণ

ভয়ের সঞ্চার হলো। তাই বসরায় গিয়ে একজন লোকের মাধ্যমে বিখ্যাত স্বপ্নব্যাখ্যাকারী ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সিরীনের নিকট এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলাম।' মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বললেন, 'এ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ভাণ্ডারকে মানুষের মাঝে পুনরুজ্জীবিত করবেন।' এরপর ইমাম আবূ হানীফা রহ. স্বাচ্ছন্দ্যে ফিকহ ও ফতোয়ার দরস দিতে শুরু করলেন।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. দীনী ইলম তথা হাদীস ও ফিকহের তালীম দিচ্ছিলেন, যে মুহূর্তে সেই মজলিসে উপস্থিত ছিল সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ বড় বড় জ্ঞানীদের এক জামাত। ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ রহ. বলেন, শরীয়তের কোনো মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা রহ. ভুল করতে পারেন না। কারণ, তাঁর মজলিসে উপস্থিত থাকেন সকল শাস্ত্রের পণ্ডিত ব্যক্তিরা। যেমন : ফিকাহশাস্ত্রে আবূ ইউসুফ, যুফার ইবনে হুযাইল এবং মুহাম্মাদ ইবনে হাসান। হাদীসশাস্ত্রে ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া ইবনে আবী যায়েদা, হাফস ইবনে গিয়াস, হিব্বান ইবনে আলী ও মা'যিল ইবনে আলী। আরবী ভাষাজ্ঞানে কাসিম ইবনে মাআন ইবনে আবদুর রহমান। তাকওয়া ও খোদাভীরুতায় দাউদ ইবনে নাসির তাঈ ও ফুযাইল ইবনে আয়ায যাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন আপন আপন বিষয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অতএব যাঁর মজলিসে এমন বিজ্ঞজনদের উপস্থিতি থাকে তিনি ভুল করতে পারেন না। হঠাৎ ভুল হয়ে গেলেও উপস্থিত পণ্ডিতরা তাঁকে শুধরে দেবেন। - *সীরাতে আইম্মায়ে আরবাআ*, পৃ. ৬০-৬২

ইসলামী ফিকাহশাস্ত্রের বিন্যাস অনুযায়ী নিয়মতান্ত্রিকভাবে কিতাব সংকলনের ধারা সূচনা হয় হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝিতে। এ সময়ে ইসলামী দুনিয়ার কোথাও কোথাও আলেম-উলামা ও মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন কিতাব রচনা করেছিলেন। যেমন বসরাতে রবী ইবনুস সাবিহ, কূফাতে মা'মার ইবনে রাশেদ, খুরাসানে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, শামে ওয়ালিদ ইবনে মুসলিম এবং ওয়াসিতে হুশাইম ইবনে বশীর। ঠিক সেই সময়েই ইমাম আবূ হানীফা রহ. কূফাতে ফিকাহশাস্ত্রের গোড়াপত্তন করেন।

তিনি তাঁর শাগরিদদের নিয়ে ফিকহ-এর একটি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে হাদীস ও ফিকহের অনেক নুসখা তৈরি করা

হয়। পরবর্তীতে তাঁর শাগরিদগণ নিজ নিজ পাঠদানের মজলিসে সেই নুসখাগুলো থেকেই মাসআলা বর্ণনা করতেন। যার দরুন সেগুলো তাদেরই কিতাব হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এরপর স্বয়ং ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নামে কয়েকটি কিতাব বাকি থেকে যায়। যার মধ্যে চারটি কিতাবের নাম আল্লামা ইবনে নাদীম উল্লেখ করেছেন। যথা :

(১) اَلْفِقْهُ الْأَكْبَرُ (২) رِسَالَةٌ إِلَى الْبَتِّيِّ

(৩) أَلْعِلْمُ وَالْمُتَعَلِّمُ (৪) أَلرَّدُّ عَلَى الْقَدَرِيَّةِ –*আল-ফেহরিসত*, পৃ. ২৮৫

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ইন্তেকালের বহুকাল পরেও—এমনকি আজ পর্যন্ত তাঁর লিখিত কিতাব থেকে মানুষ উপকৃত হচ্ছে। তাঁর গুণাগুণ শোনা যেত সে যুগের বিজ্ঞজনদের মুখে ।

আবদুল্লাহ ইবনে দাউদ ওয়াসেতী রহ. বলেন, যে ব্যক্তি মূর্খতার লাঞ্ছনা থেকে বের হয়ে ফিকাহশাস্ত্রের স্বাদ আস্বাদন করতে চায়, সে যেন ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর কিতাব পড়ে। –*আখবারু আবী হানীফা ওয়া সাহেবাইহী*, পৃ. ৭৮

যায়েদা ইবনে কুদামা রহ. বলেন, আমি হাদীসসম্রাট সুফিয়ান ছাওরী রহ.-এর বালিশের নিচে একটি কিতাব দেখতে পেলাম, যা তিনি নিয়মিত পড়তেন। আমি কিতাবটি দেখার অনুমতি পেয়ে হঠাৎ খুলতেই দেখি সেটা ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর কিতাব كِتَابُ الرَّهْنِ তখন আমি সুফিয়ান ছাওরী রহ.-কে বললাম, আপনি ইমাম আবূ হানীফার কিতাব পড়েন? তিনি বললেন, আমার মনে চায় আবূ হানীফার লিখিত সকল কিতাব আমার নিকট থাকুক আর এক এক করে আমি সেগুলো সব অধ্যয়ন করি। তাঁর ইলমী গবেষণা ও বিশ্লেষণের তো শেষ নেই।

সাজাওয়া বলেন, আমি এবং আবূ মুসলিম মুসতামলী উভয়ে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইযায়িদ ইবনে হারূনের নিকট গেলাম। তখন তিনি বাগদাদে খলীফা মানসুরের দরবারে অবস্থান করছিলেন। আবূ মুসলিম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ খালিদ, (ইয়াযিদ ইবনে হারূন) আবূ হানীফার কিতাব অধ্যয়নের ব্যাপারে আপনার মতামত কী? তিনি বললেন, যদি তোমরা ফকীহ হতে চাও, তাহলে আবূ হানীফার কিতাব পড়তে থেকো।

আমি আজ পর্যন্ত এমন কোনো ফকীহকে দেখিনি যিনি আবূ হানীফার কথাকে অপছন্দ করেছেন। -*তারীখে বাগদাদ*, ১৩/৩৪২

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বর্ণনা করেন যে, আমি ইমাম আওযায়ী রহ.-এর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে শামদেশে যাই। বৈরুত শহরে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন, হে খুরাসানের অধিবাসী আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক! কূফাতে আবূ হানীফা নামে এ কোন বেদআতীর আবির্ভাব ঘটল? আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন, আমি তাঁর কথার কোনো উত্তর না দিয়ে নিজ কামরায় চলে আসি এবং তিনদিন পর্যন্ত ইমাম আবূ হানীফার কিতাবাদি পড়াশোনা করে তা থেকে সুন্দর কিছু মাসআলার একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করি।

এরপর তৃতীয় দিন আবার ইমাম আওযায়ীর নিকট গেলাম। পাণ্ডুলিপিটি আমার হাতেই ছিল। তিনি সেটা দেখতে চাইলে আমি দেখালাম। তিনি মাসআলাগুলো পড়তে লাগলেন। একপর্যায়ে বিশেষ একটি মাসআলাতে তাঁর দৃষ্টি পড়ল। যার শুরুতে আমি قَالَ النُّعْمَانُ (অর্থাৎ নুমান বলেন,) বাক্যটি যুক্ত করেছিলাম। নামাযের আযান হলো ইকামতের সময় ঘনিয়ে এল, ইমামতির দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাণ্ডুলিপির শুরুর অংশটি পড়ে ফেললেন। তারপর পাণ্ডুলিপিটি নিজের কাছে রেখেই নামায আদায় করলেন। নামায থেকে ফারেগ হয়ে আবার পড়তে লাগলেন। এমনকি পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটি শেষ করার পর বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক! এই নুমান ইবনে সাবিত কে? আমি বললাম, তিনি একজন শাইখ। ইরাকে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। ইমাম আওযায়ী রহ. বললেন, তিনি তো অনেক উঁচুপর্যায়ের শাইখ। তুমি তাঁর নিকট অধিক পরিমাণে জ্ঞান অর্জন করো। তারপর আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক বললেন, ইনিই সেই আবূ হানীফা যার নিকট যেতে আপনি আমাকে নিষেধ করেছিলেন। খতীব বাগদাদী রহ. ঘটনাটি এই পর্যন্তই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু *উকূদুল জুমান* কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন, এই ঘটনার পর আমি একবার ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও ইমাম আওযায়ী রহ. উভয়কে মক্কাতে ফেকহী মাসআলা নিয়ে আলোচনা করতে দেখলাম। লক্ষ করলাম, ইমাম আবূ হানীফা রহ. দলিল-প্রমাণের আলোকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সেই

মাসআলাগুলো বর্ণনা করছেন, যেগুলো আমি ইতিপূর্বে লিখেছিলাম। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন, এরপর পুনরায় ইমাম আওযায়ীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন, আবূ হানীফার জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর আমার ঈর্ষা হয়। তাঁর ব্যাপারে আমি মারাত্মক ভুল ধারণা পোষণ করতাম। তুমি তাঁর নিকট থেকে ইলম অর্জন করো।

ইমাম শাফেঈ রহ. বলেন, যে ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফার কিতাব না পড়বে, সে ফিকাহশাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করতে পারবে না। –*উকূদুল জুমান* : ১৮৭

একবার ইমাম মালেক রহ. খালিদ ইবনে মাখলাদ কাতওয়ানীর নিকট চিঠি পাঠান। তাতে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর কিতাবসমূহ তলব করলে তিনি তা পাঠিয়ে দেন।

আবদুল্লাহ ইবনে দাউদ বলেন, একবার ইমাম আ'মাশ হজের নিয়ত করলেন এবং বলতে লাগলেন, এমন কে আছে যে ইমাম আবূ হানীফার নিকট গিয়ে আমার জন্য *কিতাবুল মানাসিক* লিখে আনবে। -*সীরাতে আইম্মায়ে আরবাআ*, পৃ. ৮৯

ইমাম আবূ হানীফা রহ. ছিলেন অতিশয় সুশ্রী ও সুদর্শন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ছিল মানানসই। গায়ের রঙ ছিল বাদামি। তিনি উত্তম কাপড় ও উন্নতমানের সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। তাঁর সুগন্ধিই তাঁর আগমনের সুসংবাদ বহন করত। স্বভাবে তিনি ছিলেন কোমল ও মিষ্টভাষী। তাঁকে যারা দেখেছেন তারাই বলতেন, আবূ হানীফা রহ. ছিলেন উত্তম কাপড় পরিধানকারী, উন্নত খোশবু ব্যবহারকারী। অধিক দানশীল, সহপাঠীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও অন্যের প্রতি সবচেয়ে সহানুভূতিশীল।

অনেক দামি মোজা এবং জুতা ব্যবহার করতেন। ঘর থেকে বের হতেই জুতার ফিতা ভালোভাবে বেঁধে নিতেন। টুপি ছিল অনেকগুলো। কূফার জামে মসজিদে দরস প্রদানকালে তাঁর মাথায় থাকত কালো রঙের লম্বা টুপি, যা সাধারণত কূফার ব্যবসায়ীদের মাথায় থাকত। প্রয়োজন হলে পশম ও ঝালরযুক্ত কাপড়ও পরিধান করতেন। জুমার দিনে লুঙ্গি ও জুব্বা পরতেন, তাঁর ছাত্র আবূ মুতির ধারণায় যার মূল্য চার দিরহাম। বেশির ভাগ সময় তাঁর ঘরে চাটাই বিছানো থাকত ।

নযর ইবনে মুহাম্মাদ বলেন, একদিন আমি আবূ হানীফা রহ.-এর সঙ্গে ফজরের নামায আদায় করি। সে সময়ে আমার পরনে ছিল একটি দামি চাদর। ইমাম আবূ হানীফা রহ. হঠাৎ কোথাও যাওয়ার ইরাদায় আমার নিকট চাদর চাইলেন। আমি আমার চাদরটি দিয়ে দিলাম। সেখান থেকে ফেরার পর আমাকে বললেন, চাদরের কারণে আমার খুব লজ্জাবোধ হচ্ছিল। কারণ, ওটা খুব মোটা। অথচ চাদরটি ছিল আমার বেশ প্রিয়, যা পাঁচ দিনার দিয়ে আমি কিনেছিলাম। এরপর একদিন আমি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে একটি চমৎকার চাদর পরা দেখতে পেলাম। যার মূল্য ছিল সম্ভবত ৩০ দিনার। -*সীরাতে আইম্মায়ে আরবাআ*, পৃ. ৯২

সম্পদের এত প্রাচুর্য সত্ত্বেও তিনি ব্যয়ের ক্ষেত্রে অনেক সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তাঁর মাসিক ব্যয় দুই দিরহামের বেশি ছিল না। বর্ণিত আছে, ইমাম আবূ হানীফা রহ. শেষবয়সে ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর দেখাশোনা ও খরচ-খরচার ভার ছিল নিজ ছেলে হাম্মাদের দায়িত্বে। ফায়েয ইবনে রককী বলেন, একবার বাগদাদে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলে বললাম, আমি কূফায় যাওয়ার ইচ্ছা করেছি; আপনার কোনো প্রয়োজন থাকলে বলুন। ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, তুমি আমার ছেলে হাম্মাদকে বলবে, আমার মাসিক ব্যয় মাত্র দুই দিরহাম। কখনো রুটি, কখনো ছাতু খেয়ে জীবন ধারণ করছি। কিন্তু তুমি সেই দুটি দিরহাম পাঠাতেও বিলম্ব করছ—দ্রুত পাঠিয়ে দাও। -*সীরাতে আইম্মায়ে আরবাআ*, পৃ. ৭৬

ইমাম আবূ হানীফা রহ. কখনো কখনো কবিতা আবৃত্তি করতেন। তবে তা হতো নসীহত ও উপদেশসমৃদ্ধ। যেমন তিনি বলেন,

وَمِنَ الْمُرُوَّةِ لِلْفَتٰى + مَاعَاشَ دَارًا فَاخِرَةً

فَاشْكُرْ إِذَا أُوْتِيْتَهَا + وَاعْمَلْ لِدَارِ الْآخِرَةِ

অর্থ : ইহজগতে তুমি থাকবে যতদিন জীবিত,
হোক তোমার জন্য একটি সুন্দর বাসগৃহ।
করো শুকরিয়া যখনই তা হবে প্রাপ্ত,
এবার করতে থাকো আমল আখিরাতের জন্য।

-*সীরাতুন নু'মান*, পৃ. ৮১